কৃষিই সমৃদ্ধি

কৃষি সমাচার

দ্বি-মাসিক অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

রেজিঃ নং-ডি এ ১৩ ❑ বর্ষ : ৫৭ ❑ জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ❑ ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ ❑ ১৭ পৌষ-১৬ ফাল্গুন ❑ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ ❑ ১৪৪৫ হিজরি

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

কৃষি মন্ত্রণালয়

কৃষি সমাচার

দ্বি-মাসিক অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

প্রধান উপদেষ্টা
আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি
চেয়ারম্যান (গ্রেড-১), বিএডিসি

উপদেষ্টামণ্ডলী
মোঃ ওসমান ভুইয়া
সদস্য পরিচালক (অর্থ)

মোঃ আশরাফুজ্জামান
সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা)

মোঃ মজিবর রহমান
সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্র সেচ)

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান)

ড. কে, এম, মামুন উজ্জামান
সচিব

সম্পাদক
মঈনুল ইসলাম
ই-মেইল : biswasrakeeb@gmail.com

সার্বিক সহযোগিতায়
মোঃ তোফায়েল আহমদ
উপজনসংযোগ কর্মকর্তা

সহযোগিতায়
মেহেদী হাসান, গ্রন্থাগারিক

ফটোগ্রাফি
অলি আহমেদ, ক্যামেরাম্যান

প্রকাশক
এস এ এম সাঈব
জনসংযোগ কর্মকর্তা

মুদ্রণে : এম. এ. প্রিন্টিং সলিউশন
১১২/২ ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
মোবাইল : ০১৯৭১৭৮৮৫৩৩

সম্পাদকীয়

বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। এই প্রাণের ভাষাটিকে আমরা রক্ত দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছি। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানি শাসকরা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করতে চায়নি, উর্দুকে জোর করে চাপিয়ে দিয়ে ওরা আমাদের মুখের ভাষা কেড়ে নিতে চেয়েছিল। কিন্তু বাঙালি ছাত্র-জনতা এ অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। বুকের তাজা রক্ত দিয়ে আবুল বরকত, আব্দুল জব্বার, আবদুস সালাম, রফিকউদ্দিন আহমদ প্রমুখ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করেন। এতে শাসকদের ভিত নড়ে ওঠে। ১৯৭১ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে যে মহান স্বাধীনতা অর্জিত হয় সেই স্বাধীনতার বীজ বপন করা হয়েছিল ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে। ভাষা আন্দোলন হচ্ছে বাঙালি জাতীয় চেতনার ভিত্তিবীজ। দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে এই দিবসটি এখন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে জাতিসংঘের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি দেশে পালিত হয়। সর্বক্ষেত্রে বাংলা ব্যবহারের ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার এ বছরও নানা উদ্যোগ গ্রহণের কথা জানিয়ে পালন করেছে মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)তেও গত ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে যথাযথ মার্যাদায় দিবসটি পালিত হয়েছে। এদিন বিএডিসি'র কৃষি ভবন, সেচ ভবন, বীজ ভবন এবং বিএডিসি'র আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয় এবং সূর্যাস্তের পর জাতীয় পতাকা নামানো হয়। বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ ও পেশাজীবী সংগঠনের নেতৃবৃন্দকে নিয়ে কৃষি ভবনে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

ভেতরের পাতায় .....

যথাযোগ্য মর্যাদায় বিএডিসিতে মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২৪ পালিত.....০৩

পতিত জমিকে চাষের আওতায় আনতে ৫০ দিনের মধ্যে কর্মপরিকল্পনা তৈরির নির্দেশ কৃষিমন্ত্রীর ০৪

উৎপাদন বৃদ্ধি ও সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রণে গুরুত্ব দেওয়া হবে- মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ০৫

চীন থেকে বিএডিসি'র ২ লাখ ৮০ হাজার মেট্রিক টন ডিএপি সার আমদানির চুক্তি.....০৬

বিএডিসি উচ্চ বিদ্যালয়ের ৪০তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, পুরষ্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান.....০৭

বিএডিসি'র Pilot Research Project on Irrigation Water Management (Web-AIS) প্রকল্পের Questionary Survey ওপর সেমিনার অনুষ্ঠিত.....৯

বিএডিসি'তে "Study for Assessment of Effectiveness of Constructed and to be Constructed Rubber Dams in Bangladesh" শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত ১০

বরিশালে কৃষির অগ্রযাত্রায় বিএডিসি নিয়ামক শক্তি.....১১

বিএডিসি'র সচিবের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত.....১৪

বিএডিসি'র বীজের আপদকালীন মজুদ ও তার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের আওতায় বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও সরবরাহ.....১৫

আগামী দুই মাসের কৃষি.....১৭

যারা যোগায় ক্ষুধার অন্ন আমরা আছি তাদের জন্য

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
ফোন : ২২৩৩৫৭৬৮৫, ই-মেইল : prdbadc@gmail.com , ওয়েবসাইট : www.badc.gov.bd

যথাযোগ্য মর্যাদায় বিএডিসিতে মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২৪ পালিত

প্রতিবারের ন্যায় এবারও যথাযোগ্য মর্যাদায় বিএডিসিতে পালিত হলো মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৪। কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে দিবসটির জন্য বিভিন্ন ধরণের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

দিবসটি উপলক্ষ্যে প্রত্যুষে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং পেশাজীবী সংগঠনের নেতৃবৃন্দদের সাথে নিয়ে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। পরবর্তীতে কৃষি ভবনে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ম্যুরালেও পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান বলেন, বাংলা আমাদের মায়ের ভাষা, প্রাণের ভাষা। ভাষা শহিদ আবুল বরকত, আব্দুল জব্বার, আবদুস সালাম, রফিকউদ্দিন আহমদ, শফিউর রহমান প্রমুখদের আত্মাহুতির বিনিময়ে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে পেয়েছি। তিনি আরও বলেন, বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তৎকালীন সময়ে কারাবন্দি থেকেও ভাষা আন্দোলনকে উজ্জীবিত ও বেগবান করেছিলেন। অনেক ত্যাগ তিতীক্ষার বিনিময়ে অর্জিত বাংলা ভাষাকে সর্বস্তরে শুদ্ধভাবে ব্যবহার করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহবান জানান।

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৪ উপলক্ষ্যে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়ে কৃষি ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলনপূর্বক অর্ধনমিত করেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি

কৃষি ভবনে বঙ্গবন্ধুর ম্যুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৪ উপলক্ষ্যে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়ে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণের প্রাক্কালে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি

ভাষা শহিদদের রুহের মাগফেরাতের জন্য বিএডিসি'র আওতাধীন সকল মসজিদে বাদ যোহর বিশেষ মোনাজাত ও অন্যান্য ধর্মীয় উপাসনালয়ে সুবিধাজনক সময়ে বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন করা হয়। বিএডিসি'র মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে স্থানীয় জেলা ও উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

পতিত জমিকে চাষের আওতায় আনতে ৫০ দিনের মধ্যে কর্মপরিকল্পনা তৈরির নির্দেশ কৃষিমন্ত্রীর

কৃষিমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পাওয়ার পর ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য কৃষকদের সঙ্গে সারা দেশে উঠান বৈঠক করার কর্মপরিকল্পনার কথা জানিয়েছিলেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুস শহীদ। এর অংশ হিসেবে প্রথম উঠান বৈঠক করলেন তিনি।

গত ২৭ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখ শনিবার সকালে শ্রীমঙ্গল উপজেলার নোয়াগাঁও গ্রামের কৃষক ইন্দু ভূষণ পাল নিরুর উঠানে অনুষ্ঠিত এ বৈঠকে প্রায় পাঁচ শতাধিক কৃষক উপস্থিত ছিলেন। আমন ধান কাটার এই গ্রামের জমি এখনো পতিত পড়ে আছে কেনো, কৃষকদের নিকট সে বিষয়ে বিস্তারিত শুনেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী।

মৌলভীবাজার জেলায় চাষযোগ্য পতিত জমিকে কীভাবে চাষের আওতায় আনা যাবে, কোন জমিতে কী ফসল ফলানো যাবে, সে বিষয়ে আগামী ৫০ দিনের মধ্যে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য স্থানীয় কৃষি বিভাগকে নির্দেশ দেন মন্ত্রী। তিনি বলেন, চাষযোগ্য জমি অনেক। এখন বোরোর মৌসুম, অথচ আমন ধান কাটার পর এখানে সব জমি পতিত পড়ে আছে। এসব জমিকে কীভাবে কাজে লাগানো যায়, সে উপায় খুঁজে বের করতে হবে।

সেচের সমস্যা নিরসনে বিএডিসিকে কর্মপরিকল্পনা নেওয়ার নির্দেশ দেন মন্ত্রী। শ্রমিক সংকট নিরসনে ভর্তুকি মূল্যে আরো বেশি করে কৃষি যন্ত্রপাতি দেওয়া হবে বলে জানান তিনি।

উঠান বৈঠক প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, কৃষকদের সঙ্গে উঠান বৈঠক করে স্থানীয় পর্যায়ে কি কি সমস্যা আছে, তা জেনে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করব। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যে লক্ষ্য- এক ইঞ্চি জমিও পতিত রাখা যাবে না, তা অর্জন করে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করব এবং দেশকে খাদ্যে উদ্বৃত্ত করব। কৃষকদের উদ্দেশে মন্ত্রী বলেন, আপনারা আরো বেশি করে ফসল ফলান। সরকার আপনাদের পাশে আছে, কৃষি মন্ত্রণালয়ের সকল স্তরের কর্মকর্তারা আপনাদের পাশে আছে। আপনাদেরকে প্রয়োজনীয় সব সহযোগিতা প্রদান করা হবে। উৎপাদন আরো বাড়াতে পারলে কারো পেটে ক্ষুধা থাকবে না, খাদ্য আমদানি করতে হবে না, বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করতে হবে না।

উঠান বৈঠকে মৌলভীবাজার জেলার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক জনাব সামছুদ্দিন আহমেদ, উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব আবু তালেব, উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব অর্ধেন্দু কুমার দেব, উপজেলা কৃষি অফিসার প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

কৃষকেরা গভীর নলকূপ স্থাপন, খাল খনন, স্লুইসগেট সংস্কার ও নদী-জলাশয় দখলদার মুক্ত করে সেচের ব্যবস্থা, দেশি জাতের বদলে বিএডিসির উন্নত জাতের আলুর বীজ সরবরাহ বৃদ্ধি, সূর্যমুখী, ভুট্টা ও সরিষার চাষ হয় না বলে লাউ, কুমড়া, আলু চাষে প্রণোদনা, ভরা মৌসুমে আনারস, লেবু ন্যায্যমূল্য পেতে শ্রীমঙ্গলে জুস ফ্যাক্টরি ও কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রতিষ্ঠান স্থাপনের দাবি জানান।

এছাড়া, ভর্তুকিমূল্যে ছোট ছোট কৃষি যন্ত্র দেওয়ার দাবি জানান, যাতে কৃষক নিজেই যন্ত্র চালাতে পারেন এবং কৃষকের ঘরেই প্রয়োজনীয় কৃষিযন্ত্রের মজুত থাকে।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রীকে বিএডিসি'র পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ড. মোঃ আব্দুস শহীদ এমপি-কে কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত করেছেন। গত ১৪ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে ফুলেল শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর নেতৃত্বে কৃষিক্ষেত্রে উন্নয়নের অগ্রযাত্রার ধারাবাহিকতা বজায়সহ বিএডিসি'র সামগ্রিক উন্নয়ন অব্যাহত থাকবে মর্মে চেয়ারম্যান জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রীকে বিএডিসি'র পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি

উৎপাদন বৃদ্ধি ও সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রণে গুরুত্ব দেওয়া হবে- মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি ও সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রণে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মো: আব্দুস শহীদ এমপি। কৃষকদের উন্নতির জন্য সাধ্যের মধ্যে যা যা করার তা করা হবে বলেও জানান তিনি।

কৃষিমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার পর গত ১৪ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখ রোববার সকালে সচিবালয়ে মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময়কালে এসব কথা বলেন মাননীয় মন্ত্রী।

মন্ত্রী বলেন, কৃষিতে তো উৎপাদনটাই হচ্ছে বড় চ্যালেঞ্জ। আমরা যদি উৎপাদন না করতে পারি তাহলে বাজার কীভাবে দখল করব, মূল্য কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করব, কীভাবে ডিমান্ড অ্যান্ড সাপ্লাই চেইনকে কার্যকর করব। সেজন্য, সকল সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ফসলের উৎপাদন আরো বৃদ্ধি করা হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতি ইঞ্চি জমিকে আবাদের আওতায় আনতে কাজ করব।

সিন্ডিকেট প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, সিন্ডিকেট সব জায়গায় থাকে। তাদের কীভাবে ক্রাশ করতে হবে, সেটার পদ্ধতি বের করতে হবে। কাউকে গলা টিপে মারার সুযোগ নেই আমাদের। কর্মের মাধ্যমে এগুলোকে কন্ট্রোল করতে হবে। সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বারোপ করা হবে। সিন্ডিকেট অবশ্যই দুর্বল হয়ে যাবে।

তিনি বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার কৃষকবান্ধব সরকার। কৃষক ও কৃষির আরো উন্নতির জন্য যা প্রয়োজন, আমাদের ক্ষমতার মধ্যে যা আছে তা করব।

মন্ত্রী বলেন, কৃষি একটি বড় মন্ত্রণালয়। এখানে কাজের পরিধিও বেশি। মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা, উদ্যোক্তারা সবাই মিলে যদি কাজ করি, এ শক্তি কিন্তু বড় শক্তি, এর রেজাল্টও কিন্তু আমরা পাব। কৃষিক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জও আমরা মোকাবেলা করতে সক্ষম হবো।

ফসলের উৎপাদন আরো বৃদ্ধিতে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করার জন্য কর্মকর্তাদের এসময় নির্দেশ দেন মন্ত্রী।

কৃষিসচিব জনাব ওয়াহিদা আক্তারের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় মন্ত্রণালয়ের সকল স্তরের কর্মকর্তারা ও মন্ত্রণালয়ের অধীন ১৮টি সংস্থার প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন।

বীজ বিক্রয়ের কলাকৌশল শীর্ষক বীজ ডিলার প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

গত ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে বিএডিসি'র বীজ বিতরণ বিভাগের আওতায় উপপরিচালক (বীজ বিপণন) বিএডিসি, ঢাকা অঞ্চল, ঢাকা এর আয়োজনে দিনব্যাপী "বীজ বিক্রয়ের কলাকৌশল শীর্ষক" বীজ ডিলার প্রশিক্ষণ রাজধানীর গাবতলীতে অবস্থিত কেন্দ্রীয় বীজ পরীক্ষাগারে অনুষ্ঠিত হয়।

বীজ ডিলার প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান ও সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) জনাব মোঃ আশরাফুজ্জামান। মহাব্যবস্থাপক (বীজ) জনাব দেবদাস সাহার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন বিএডিসি'র বিভিন্ন পর্যায়ের অফিস প্রধানগণসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও ঢাকা অঞ্চলের আওতাধীন ৪৫ জন বীজ ডিলার।

বীজ ডিলার প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি

চীন থেকে বিএডিসি'র ২ লাখ ৮০ হাজার মেট্রিক টন ডিএপি সার আমদানির চুক্তি

চুক্তিতে স্বাক্ষর করছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি এবং Banyan International Trading Limited এর জেনারেল ম্যানেজার Li Xin

বাংলাদেশে ডিএপি সারের চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে চীন থেকে ২ লাখ ৮০ হাজার মেট্রিক টন ডিএপি সার আমদানির চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। গত ৩০ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে চীনে রাষ্ট্রীয় চুক্তির আওতায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) ও চীনের Banyan International Trading Limited এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর সম্পাদিত হয়।

চুক্তিতে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি এবং Banyan International Trading Limited এর জেনারেল ম্যানেজার Li Xin স্বাক্ষর করেন।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব ওয়াহিদা আক্তার, অতিরিক্ত সচিব (সার ব্যবস্থাপনা ও উপকরণ) ড. শাহ মোঃ হেলাল উদ্দীন, বিএডিসি'র মহাব্যবস্থাপক (ক্রয়) জনাব মোঃ তুহিনুজ্জামান এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের উপপ্রধান (সার ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং) জনাব শেখ বদিউল আলম উপস্থিত ছিলেন।

চুক্তিপত্র স্বাক্ষরের পর হস্তান্তর করছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি এবং Banyan International Trading Limited এর জেনারেল ম্যানেজার Li Xin

বিএডিসি উচ্চ বিদ্যালয়ের ৪০তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ২০২৪ আয়োজিত

বিএডিসি উচ্চ বিদ্যালয়ের ৪০তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান -২০২৪ গত ১৭ ফেব্রুয়ারি উদযাপিত হয়।

রাজধানীর মিরপুরে অবস্থিত বিদ্যালয় সংলগ্ন বিএডিসি স্টাফ কোয়ার্টার মাঠে ক্রীড়া প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হয়। বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি বেলুন উড়িয়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিএডিসি'র সচিব ও বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি ড. কে, এম, মামুন উজ্জামান।

বিএডিসি উচ্চ বিদ্যালয়ের ৪০তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি

ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সদস্য পরিচালক (অর্থ) জনাব মোঃ ওসমান ভুইয়া। ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সদস্যবৃন্দ, বিএডিসি'র বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তাগণ, বিএডিসি'র বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, বিএডিসি ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যবৃন্দ, বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ, অভিভাবকসহ স্কুলের ছাত্রছাত্রী ও আবাসনে বসবারত কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ক্রীড়া প্রতিযোগিতার শুরুতে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা কুচকাওয়াজ প্রদর্শন করেন। ছাত্রীরা আবহমান গ্রাম বাংলার ঐতিহ্য ফুটিয়ে তুলে একটি মনোজ্ঞ ডিসপ্লে প্রদর্শন করেন।

ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শেষে পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পুরস্কার বিতরণ করেন বিএডিসি'র সচিব ও বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি ড. কে, এম, মামুন উজ্জামান।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান বলেন, বিএডিসি উচ্চ বিদ্যালয় ঢাকা শহরের একটি অন্যতম প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে। এ বিদ্যালয়ের লেখাপড়ার মান বাড়াতে হবে। অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন আপনাদের আত্মীয় স্বজনদের ছেলে-মেয়েদেরকে এ স্কুলে ভর্তি করাবেন। উত্তম চরিত্র, দৈহিক ও মানসিক বিকাশে খেলাধুলার কোন বিকল্প নেই। তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ালেখার পাশাপাশি খেলাধুলায় নিয়োজিত হয়ে দেশ গঠনের আহ্বান জানান। সকাল ৮ টায় অনুষ্ঠানটি শুরু হয়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণের মাধ্যমে এ অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে।

বিএডিসি উচ্চ বিদ্যালয়ের ৪০তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার কুচকাওয়াজে অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীদের একাংশ

চিত্রে বিএডিসি উচ্চ বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

জাতীয় পতাকা উত্তোলন করছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি

মশাল প্রজ্জ্বলন করছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখছেন সদস্য পরিচালক (অর্থ) জনাব মোঃ ওসমান ভুইয়া

সভাপতির বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র সচিব ড. কে, এম, মামুন উজ্জামান

ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় কুচকাওয়াজে অংশগ্রহণকারী ছাত্রদের একাংশ

ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ছাত্রীদের একাংশ

বিএডিসি'র Pilot Research Project on Irrigation Water Management (Web-AIS) প্রকল্পের Questionary Survey ওপর সেমিনার অনুষ্ঠিত

গত ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে বিএডিসি'র সেমিনার হলে বিএডিসি'র Pilot Research Project on Irrigation Water Management and Web-based Agricultural Information System for Bangladesh (Web-AIS) প্রকল্পের Questionary Survey ওপর সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি

সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিতি ছিলেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি। প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব শিবেন্দ্র নারায়ন গোপ এর সভাপতিত্বে সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সদস্য পরিচালক (অর্থ) জনাব মোঃ ওসমান ভুইয়া, সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মোঃ মজিবর রহমান, সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, সংস্থার সচিব ড. কে, এম, মামুন উজ্জামান ও বিএডিসি'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য ও মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রকল্প পরিচালক জনাব মোছাঃ মাহফুজা আক্তার।

প্রধান অতিথি'র বক্তব্যে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান বলেন, স্মার্ট টেকনোলজির সাথে যতবেশী এডাপ্ট করা যাবে ততবেশি উন্নয়ন করা যাবে। আগামী বিশ বছর পরের বাংলাদেশের উৎপাদন নিয়ে ভাবতে হবে। স্মার্ট এগ্রিকালচার নিয়ে ভাবতে হবে। প্রকৌশলীবৃন্দ পিডিকে সহায়তা করলে কাজটি সহজ হবে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে এমন অ্যাপস তৈরি করতে হবে যাতে ক্লিক করলেই সেচের প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যায়।

সেমিনারে সভাপতির বক্তব্য রাখছেন প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব শিবেন্দ্র নারায়ন গোপ

সেমিনারে অংশগ্রহণকারী বিএডিসি'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দের একাংশ

সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য রাখছেন প্রকল্প পরিচালক জনাব মোছাঃ মাহফুজা আক্তার

বিএডিসি'তে "Study for Assessment of Effectiveness of Constructed and to be Constructed Rubber Dams in Bangladesh" শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

গত ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন বিএডিসি'র উদ্যোগে "Study for Assessment of Effectiveness of Constructed and to be Constructed Rubber Dams in Bangladesh" শীর্ষক কর্মশালা সেচ ভবনস্থ অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। আইডাব্লিউএম এর সহযোগিতায় উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আবদুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি। কর্মশালায় সংস্থার বিভিন্ন উইং এর কর্মকর্তাবৃন্দসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থার বিশেষজ্ঞগণ উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন আইডাব্লিউএম এর পরিচালক জনাব গৌতম চন্দ্র মৃধা।

সেচ ভবনস্থ অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী বিএডিসি'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দের একাংশ

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান বলেন, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রস্তাবিত রাবার ড্যামসমূহ নির্মাণের পূর্বে সম্ভাব্যতা যাচাই সঠিকভাবে সম্পাদন করতে হবে। অন্যথায় এর উপকারিতা দীর্ঘদিন অব্যাহত থাকবে না। একইসঙ্গে রাবার ড্যাম নির্মাণের ক্ষেত্রে Impact Analysis বিষয়টিও বিবেচনায় আনতে হবে। তবেই এর টেকসই উপকারিতা নিশ্চিত হবে। রাবার ড্যাম নির্মাণের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা যাচাইকে আরও কার্যকরভাবে দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। তবেই বিএডিসিসহ এলজিইডি, পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং অন্যান্য সংস্থা উপকৃত হতে পারে। তাই আরও বিভিন্ন বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞগণের পরামর্শ/মতামত এবং পূর্ব অভিজ্ঞতাকে সমন্বয় করে সম্ভব্যতা যাচাইকে সঠিকভাবে সম্পাদনে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

বিএডিসি'র আলুবীজ বিভাগের উপপরিচালকগণের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত

গত ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে বিএডিসি'র আলুবীজ বিভাগের উপপরিচালকগণের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ঢাকার কৃষি ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আবদুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, মহাব্যবস্থাপক (বীজ) জনাব দেবদাস সাহা, মহাব্যবস্থাপক (পাটবীজ) ও প্রকল্প পরিচালক (আলুবীজ) জনাব আবীর হোসেনসহ আলু বীজ বিভাগের উপপরিচালকগণ উপস্থিত ছিলেন। মানসম্পন্ন বীজ আলু উৎপাদন ও সংরক্ষণ এবং কৃষক পর্যায়ে বিতরণ জোরদারকরণ প্রকল্পের আওতায় এ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

প্রশিক্ষণে বক্তব্য রাখছেন সংস্থার চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আবদুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি

বরিশালে কৃষির অগ্রযাত্রায় বিএডিসি নিয়ামক শক্তি

ড. মো. মাহবুবুর রহমান, যুগ্মপরিচালক (বীবি), বিএডিসি, বরিশাল

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কৃষি উপকরণ যথা বীজ, সার এবং সেচ সববরাহ করে থাকে। বিএডিসি বরিশাল বিভাগও এর ব্যতিক্রম নয়। কৃষির প্রধান উপকরণ গুণগতমানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন, সংগ্রহ, প্রক্রিয়জাতকরণ, সংরক্ষণ, মাননিয়ন্ত্রণ এবং সর্বোপরি বিপণনে বিএডিসি, বরিশাল বিভাগ অসামান্য অবদান রেখে আসছে। নিম্নে বিএডিসি বীজ উইং এর বিভিন্ন অঙ্গের মাধ্যমে সম্পাদিত কার্যক্রমের সারসংক্ষেপ তুলে ধরা হলো।

বীজ ও উদ্যান উইং, বিএডিসি, বরিশাল বিভাগের প্রধান প্রধান কার্যক্রম ও প্রতিষ্ঠানসমূহ

বীজ/চারা উৎপাদন	মৌল বীজ থেকে ভিত্তি বীজ উৎপাদন	লাকুটিয়া বীজ উৎপাদন খামার, বরিশাল
		দশমিনা বীজ উৎপাদন খামার, পটুয়াখালী
	ভিত্তি বীজ থেকে প্রত্যায়িত বীজ উৎপাদন	কন্ট্রাক্ট গ্রোয়ার্স জোন, বরিশাল ইউনিট
		আপদকালীন মজুদ কর্মসূচি, বরিশাল ও পটুয়াখালী
	ভিত্তি বীজ থেকে প্রত্যায়িত বীজআলু উৎপাদন	বীজআলু ক.গ্রো. জোন, বরিশাল
	ডাল ও তৈলবীজ উৎপাদন	ডাল ও তৈলবীজ ক.গ্রো. জোন, বরিশাল
	চারা, কলম ও শাক-সবজি উৎপাদন	এএসসি, বরিশাল, পটুয়াখালী ও বরগুনা
বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ	বীজ সংগ্রহ, শুকানো, ক্লিনিং, গ্রেডিং, মাননিয়ন্ত্রণ, সংরক্ষণ, প্যাকিং ও সরবরাহ	বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র, লাকুটিয়া, বরিশাল
		ডাল ও তৈলবীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র, বরিশাল
		বীজআলু হিমাগার, বান্দ রোড, বরিশাল
বীজ বিপণন	বীজ ডিলারদের মাধ্যমে কৃষকদের নিকট গুণগতমানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ ব্যবস্থাপনা ও জেলা বিক্রয় কেন্দ্রসমূহ পরিচালনা	বীজ বিপণন বরিশাল বিভাগ: যুগ্মপরিচালক দপ্তর, বিএডিসি
		বীজ বিপণন অঞ্চলসমূহ: বরিশাল ও পটুয়াখালী
		বীজ বিপণন ট্রানজিট বীজ সংরক্ষণাগার: ভোলা
		জেলা বীজ বিক্রয় কেন্দ্র: পিরোজপুর, ঝালকাঠি ও বরগুনা

মৌলবীজ থেকে ভিত্তিবীজ উৎপাদন: মৌলবীজ থেকে ভিত্তিবীজ উৎপাদনের জন্য বরিশাল অঞ্চলে ২টি বীজ উৎপাদন খামার আছে। ১৯৭৮ সালে ১০০ একর জমি নিয়ে স্থাপন করা হয় লাকুটিয়া বীজ উৎপাদন খামার, বরিশাল। পরবর্তীতে ক্রমবর্ধমান চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৩ সালে ১০০০ একর (প্রায়) জমি নিয়ে স্থাপন করা হয় দশমিনা বীজ উৎপাদন খামার, পটুয়াখালী। বীজ উৎপাদন খামারের প্রধান প্রধান কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ:

১. গবেষণা প্রতিষ্ঠান হতে উদ্ভাবিত এ অঞ্চলের উপযোগী বিভিন্ন ফসলের জাতসমুহের উপযোগিতা যাচাই করা
২. এ অঞ্চলের উপযোগী প্রতিকূলতা সহিষ্ণু বিভিন্ন ফসলের জাতসমূহের প্রাপ্ত মৌল বীজ হতে ভিত্তি বীজ উৎপাদন করা
৩. বিভিন্ন প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা।

ভিত্তি বীজ থেকে প্রত্যায়িত বীজ উৎপাদন: কৃষকের চাহিদা অনুযায়ী কেবল বিএডিসি'র নিজস্ব খামারের মাধ্যমে গুণগতমানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন করা সম্ভব নয়। এ জন্য সংস্থার খামারে উৎপাদিত ভিত্তি বীজ থেকে চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে প্রত্যায়িত মানের বীজ উৎপাদন করা হয়ে থাকে। বরিশাল বিভাগের উপযোগী দানাশস্যজাতীয় ফসলের বীজের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ফরিদপুর কনট্রাক্ট গ্রোয়ার্স জোনের আওতায় বরিশাল কনট্রাক্ট গ্রোয়ার্স ইউনিট এবং বীজের আপদকালীন মজুদ কর্মসূচির আওতায় ঝালকাঠি ও পটুয়াখালী জেলায় আরও ২টি কনট্রাক্ট গ্রোয়ার্স ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে। তিনটি কনট্রাক্ট গ্রোয়ার্স ইউনিটের অধীনে রয়েছে ১০টি ব্লক ও ১২১টি স্কিম। এ সকল স্কিমের আওতায় রয়েছে ৪১২৭ একর জমি। প্রায় ১০০০ হাজার চাষি দানাশস্যজাতীয় ফসলের (ধান) গুণগতমানসম্পন্ন বীজ উৎপাদনে অবদান রাখার পাশাপাশি আর্থিকভাবেও লাভবান হচ্ছেন। বিএডিসি'র বীজ উৎপাদন খামার এবং কনট্রাক্ট গ্রোয়ার্স জোনের এর মাধ্যমে বরিশাল অঞ্চলে বীজ উৎপাদনের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে তা নিম্নের প্রদত্ত তথ্য থেকে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে।

টেবিল নং ১: বিগত পাঁচ বছরে বরিশাল বিভাগে উৎপাদিত দানাশস্য (ধান) বীজের পরিমাণ (মে.টন)।

ক্র. নং	উৎপাদন বর্ষ	খামারের মাধ্যমে উৎপাদিত ভিত্তিবীজের পরিমাণ (মে.টন)		কন্টাক্ট গ্রোয়ার্স জোনের মাধ্যমে উৎপাদিত প্রত্যায়িত শ্রেণির বীজের পরিমাণ (মে.টন)		মোট উৎপাদিত বীজের পরিমাণ (মে.টন)		
		আমন ধানবীজ	বোরো ধানবীজ	আমন ধানবীজ	বোরো ধানবীজ	আমন ধানবীজ	বোরো ধানবীজ	সর্বমোট মোট
১	২০১৮-১৯	৩০০.৫৯	৩৫৩.২১	১২৭.৫২	২১০.৪৮	৪২৮.১০	৫৬৩.৬৯	৯৯১.৭৯
২	২০১৯-২০	২৬২.৪৩	৩৬৮.৯০	৮১.১৪	১২৪.৮৫	৩৪৩.৫৭	৪৯৩.৭৫	৮৩৭.৩২
৩	২০২০-২১	২৩৩.৩৭	৪৫১.৪০	৩৩.৫৬	১৫৭.৯০	২৬৬.৯৩	৬০৯.৩০	৮৭৬.২৩
৪	২০২১-২২	৩৩৮.৭০	৪৫৪.৯০	১৪০.৯৫	৫৭৫.৬০	৪৭৯.৬৫	১০৩০.৫০	১৫১০.১৫
৫	২০২২-২৩	৩৫৮.৯২	২৬৫.৫০	২৫৮.৮৬	৭৬৫.০০	৬১৭.৭৮	১০৩০.৫০	১৬৪৮.২৮

বীজআলু উৎপাদন ও সংরক্ষণ: চাষিদের নিকট গুণগতমানসম্পন্ন বীজআলু সরবরাহের লক্ষ্যে চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে প্রত্যায়িত শ্রেণির বীজআলু উৎপাদন ও সংরক্ষণের জন্য ২০১৬ সালে বরিশাল বিভাগে প্রথম স্থাপন করা হয় ২০০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন বীজআলু হিমাগার এবং কন্ট্রাক্ট গ্রোয়ার্স জোন। এই জোনের অধীনে রয়েছে ৪৯টি স্কিম, স্কিম এরিয়াভূক্ত জমির পরিমাণ ৭২০.৮৮ একর এবং চাষির সংখ্যা ১৬৮ জন। এ সকল স্কিমের চাষিরা গুণগতমানসম্পন বীজআলু উৎপাদন করে শুধু বরিশাল অঞ্চলের নয় অন্যান্য অঞ্চলের চাহিদাও পূরণ করে থাকেন। দেশের উত্তরাঞ্চলে বরিশাল অঞ্চলে উৎপাদিত বীজআলুর যথেষ্ট চাহিদা আছে।

ডাল-তৈল জাতীয় ফসলের বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ: চাষিদের নিকট গুণগতমানসম্পন্ন ডাল-তৈল জাতীয় ফসলের বীজ সরবরাহের লক্ষ্যে চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে ডাল-তৈল জাতীয় ফসলের বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ এবং বিপণনের জন্য ২০১৬ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় ৬০০ মে.টন ধারণক্ষমতাসম্পন্ন (১০০ মে.টন ডিহিউমিডিফাইডসহ) বীজ সংরক্ষণাগার ও কন্ট্রাক্ট গ্রোয়ার্স জোন। এই জোনের অধীনে রয়েছে ২৪টি স্কিম, ৮৫০.৭০ একর জমি এবং ১২১ জন চাষি। বিএডিসি'র স্থাপিত কন্ট্রাক্ট গ্রোয়ার্স জোনসমূহের মাধ্যমে বরিশাল বিভাগে বীজআলু এবং ডাল-তৈলবীজের উৎপাদন কাঙ্খিত হারে বৃদ্ধি পেয়েছে যা টেবিল নং ২ এ উদ্ধৃত তথ্য থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। উল্লেখ্য যে, দেশে উৎপাদিত মুগডাল ফসলের ৮০% বরিশাল অঞ্চলে উৎপাদিত হয়।

টেবিল নং ২: বিএডিসি'র কন্ট্রাক্ট গ্রোয়ার্সদের মাধ্যমে উৎপাদিত বীজআলু এবং ডাল-তৈলবীজের পরিমাণ

ক্র.নং	বীজের নাম	উৎপাদনবর্ষ ও বীজের পরিমাণ (মে.টন)						
		২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩
১	ডাল-তৈলবীজ	১৬.০০	৯৪.০০	১২৮.০০	১৪৮.৫০	১১৫.০০	১২৫.০০	২১৯.০০
২	বীজআলু	১৫৮.০০	২৪৬.০০	৩৮৩.০০	৩৭৫.০০	১০২১.০০	৯৪০.০০	১৬০১.০০

চারা, কলম, শাক-সবজি ও ফল-মূল উৎপাদন: বরিশাল অঞ্চলের জনসাধারণের পুষ্টির অভাব স্থায়ীভাবে দূরীকরণের লক্ষ্যে বরিশাল বিভাগে বিএডিসি'র ৩টি এগ্রো সার্ভিস সেন্টার রয়েছে যা বরিশাল, পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলায় অবস্থিত। এ সকল সেন্টারের মাধ্যমে বরিশাল অঞ্চলের জনসাধারণের পুষ্টির অভাব দূরীকরণের লক্ষ্যে যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তা নিম্নে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলো:

ক. শাক-সবজি এবং ফল-মূলের উৎপাদন বাড়িয়ে বরিশাল অঞ্চলের বিদ্যমান পুষ্টি সমস্যা দূরীকরণ;

খ. দানা ও আমিষ জাতীয় খাদ্যের উপর চাপ কমাতে অধিক সবজি উৎপাদনে স্থানীয় চাষিদের উদ্বুদ্ধকরণ;

গ. প্রকল্প এলাকার উদ্যানজাতীয় ফলের চাষ বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে বীজ, চারা, কলম প্রভৃতি কৃষি উপকরণ সরবরাহ বৃদ্ধি করা;

ঘ. নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান ও সরেজমিনে প্রদর্শনী স্থাপনের মাধ্যমে চাষিদের মাঝে আধুনিক প্রযুক্তি হস্তান্তর করা;

ঙ. প্রকল্প এলাকার সবজি চাষি, প্রান্তিক ও ভূমিহীন চাষিদেরকে সংগঠিত করে সমবায় সমিতি/কৃষক গ্রুপ গঠন করা;

চ. প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সবজি উৎপাদন সম্প্রসারণ করে ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠির পুষ্টির চাহিদা পূরণ করা;

ছ. কৃষকদের উৎপাদিত শাক-সবজি বাজারজাতকরণে সহায়তা করে অধিক লাভবান হতে সহায়তা করা;

জ. দানাদার খাদ্য-শস্যের উপর চাপ কমানো, অধিক পরিমাণ সবজি গ্রহণের মাধ্যমে অপুষ্টি দূরীকরণ, সুষম খাদ্য গ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে গ্রামীণ জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

এগ্রো সার্ভিস সেন্টারসমূহের মাধ্যমে পুষ্টি সমস্যা দূরীকরণের জন্য উৎপাদিত ও সরবরাহকৃত কৃষিজাত পণ্য (টেবিল নং ৩) এবং উদ্যানতাত্ত্বিক ফসলের চাষ বৃদ্ধির লক্ষ্যে উৎপাদিত ও সরবরাহকৃত কৃষি উপকরণের পরিমাণ (টেবিল নং ৪) নিম্নে দেখানো হলো।

টেবিল নং-৩: বরিশাল বিভাগে বিএডিসির এগ্রো সার্ভিস সেন্টারসমূহের মাধ্যমে উৎপাদিত ও সরবরাহকৃত কৃষিজাত পণ্য

ক্র. নং	উৎপাদিত কৃষি পণ্যের নাম	উৎপাদন বর্ষ ও পরিমাণ (মে.টন)				
		২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩
১	গ্রীষ্মকালীন সবজি	১৯.৫০	২২.০৫	২০.৪০	১৫.০৬	১৪.৩০
২	শীতকালীন সবজি	৩৯.০০	৩৪.৩২	৩৪.৩৬	২৯.৬৪	২৬.০৩
৩	মসলা	১.০৯	২.৯৫	২.০২	৩.৮০	২.২৩
৪	সবজি বীজ	০.০০	০.০২	০.০১	০.০৩	০.০১
৫	ফল-মূল	১৩.৮১	১০.০৬	৭.২৩	৭.০০	৭.৮৩
৬	মাছ	১.৭৫	৩.৩৮	১.৯৮	০.২৯	০.১০

টেবিল নং ৪: এগ্রো সার্ভিস সেন্টারের মাধ্যমে উৎপাদিত ও সরবরাহকৃত উদ্যানতাত্ত্বিক উপকরণসমূহ

ক্র. নং	উৎপাদিত কৃষি উপকরণের নাম	উৎপাদনবর্ষ ও পরিমাণ (সংখ্যা)				
		২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩
১	সবজি চারা	৭১৫৩৫	৭৯৭৫৭	১০১২০০	১৩২১৫২	১৩৫৪২০
২	নারিকেল চারা	২৯৮৬৫	৩৬৩০৭	৪০৮৫০	৪০৬০০	৮২৬০০
৩	ফলজ চারা/কলম	৪৪৭৬৮	৩৭০০৭	৩১৮৪১	৩৩৮৩৫	৪৪৩০৪
৪	ফুল সদৃশ চারা/কলম	১৬৭৯২	১৫৩০১	২০০৩৭	২২০৪৫	২৪৬০৯

বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ: বীজ উৎপাদন খামার ও কন্ট্রাক্ট গ্রোয়ার্স জোন কর্তৃক উৎপাদিত দানাশস্য বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ, মাননিয়ন্ত্রণ, প্যাকিং ও বিপণনের জন্য সরবরাহের লক্ষ্যে ১৯৮৩ সালে ১০০ মে.টন ধারণক্ষমতাসম্পন্ন বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র, লাকুটিয়া, বরিশাল স্থাপন করা হয়ে ছিল। তবে ক্রমবর্ধমান উৎপাদিত বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ, মাননিয়ন্ত্রণ, প্যাকিং ও বিপণনের লক্ষ্যে ২০১৭ সালে বরিশাল বীজ প্রয়িাজাতকরণ কেন্দ্রের ধারণ ক্ষমতা ১০০ মে.টন থেকে ৩০০০ মে.টনে (১০০০ মে.টন ডিহিউমিডিফাইডসহ) উন্নীত করা হয়। বর্তমানে শুধু বিএডিসি'র নিজস্ব বীজ নয় বেসরকারী পর্যায়ের বীজ উদ্যোক্তাদের বীজও এখানে প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ, মাননিয়ন্ত্রণ, প্যাকিং ও বিপণনের জন্য সরবরাহ ইত্যাদি সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে।

বীজ বিপণন কার্যক্রম: বীজ বিপণন বিভাগকে বলা হয় বিএডিসির মুখপাত্র। কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন ১৭টি সংস্থার সাথে সমন্বয় করে কৃষির সামগ্রিক কার্যক্রমকে এগিয়ে নিতে এই বিভাগ সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করে থাকে। বীজ বিপণন বিভাগের প্রধান প্রধান কার্যক্রম নিম্নরূপ

১. মাঠপর্যায়ে জাত ও শ্রেণি অনুযায়ী কৃষকের বীজের চাহিদা নিরূপণ;

২. সংস্থার উৎপাদিত গুণগতমানসম্পন্ন বীজ ডিলারের মাধ্যমে নির্ধারিত মূল্যে, যথাসময়ে কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া;

৩. প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ করে বীজ উৎপাদন বিভাগসমূহকে বীজ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে সহায়তা করা;

৪. বীজ ডিলারদের মাধ্যমে সরবরাহকৃত বীজের বাজার ব্যবস্থাপনা তদারকীকরণ ও বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করা;

৫. গুণগতমানসম্পন্ন বীজ ব্যবহারে চাষিদেরকে উদ্বুদ্ধকরণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও প্রচার-প্রচারণার ব্যবস্থা করা;

৬. বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি (প্রণোদনা, প্রদর্শনী) কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য চাহিদা মোতাবেক বীজ সরবরাহ করা;

বরিশাল বিভাগে এসকল কার্যক্রম সমন্বয় ও সম্পাদনের জন্য বিভাগীয় পর্যায়ে আছেন যুগ্মপরিচালক (বীজ বিপণন), বিএডিসি, বরিশাল। বরিশাল বিভাগকে বরিশাল ও পটুয়াখালী ২টি প্রধান অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে। যার দায়িত্বে রয়েছেন ২ জন উপপরিচালক (বীবি) এবং প্রতিটি জেলায় আছেন একজন সিনিয়র সহকারী পরিচালক (বীবি)। এ ছাড়াও সংস্থার উৎপাদিত গুণগতমানসম্পন্ন বীজ নির্ধারিত মূল্যে যথাসময়ে কৃষকদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য বরিশাল বিভাগে আছে ৪০০ জন বীজ ডিলার। বিগত বছরসমূহের তুলনায় বর্তমানে বরিশাল অঞ্চলের কৃষি দ্রুত এগিয়ে চলছে। তবে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় বরিশাল বিভাগের চাষিরা গুণগতমানসম্পন্ন বীজ ব্যবহারের দিক থেকে এখনও পিছিয়ে আছে।

বিষয়টি পর্যালোচনার সুবিধার্থে ২০২১-২২ অর্থবছরে কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে প্রকাশিত সারা দেশের প্রধান প্রধান ফসলসমূহের বীজের কৃষিতাত্ত্বিক চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ (টেবিল নং ৫) এবং বরিশাল বিভাগে প্রধান প্রধান ফসলসমূহের বীজের কৃষিতাত্ত্বিক চাহিদা, বিএডিসি কর্তৃক সরবরাহকৃত বীজের পরিমাণ ও শতকরা হার (টেবিল নং ৬) নিম্নে দেওয়া হলো।

টেবিল নং ৫: সারা দেশে ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রধান প্রধান ফসলসমূহের বীজের কৃষিতাত্ত্বিক চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ

ফসলের নাম	বীজের যোগান					শতকরা হার			
	বীজের চাহিদা	বিএডিসি	ডিএই	বেসরকারী	মোট	বিএডিসি	ডিএই	বেসরকারী	মোট
আমন ধান	১৮৫৫৫২	২৩৪১৬	১৪৩১৮	৩২০৭০	৬৯৮০৪	১২.৬২	৭.৭২	১৭.২৮	৩৭.৬২
বোরো ধান	১৩৫০৭৪	৬৬৩৩৮	১৫৩৭৬	৬৭৫৮০	১৪৯২৯৪	৪৯.১১	১১.৩৮	৫০.০৩	১১০.৫৩
আউশ ধান	৩৪৬৮২	৪৮০৩	৫৬৩৪	২৭২৬	১৩১৬৩	১৩.৮৫	১৬.২৪	৭.৮৬	৩৭.৯৫
গম	৪৪৭৭২	১৬৩০৯	২৮২৪	৯০০	২০০৩৩	৩৬.৪৩	৬.৩১	২.০১	৪৪.৭৪
আলু	৭৮৬৮৮৫	৩৩৮৫১	৪০	৯৫০০০	১২৮৮৯১	৪.৩০	০.০১	১২.০৭	১৬.৩৮
ডাল জাতীয়ফসল	২৬২৭১	১৮৫৬	১৩৫৪	১৬০	৩৩৭০	৭.০৬	৫.১৫	০.৬১	১২.৮৩
তৈল জাতীয়ফসল	২১০৫৬	১৪৭৯	১৫৯৮	৫৮০	৩৬৫৭	৭.০২	৭.৫৯	২.৭৫	১৭.৩৭
মোট	১২৩৪২৯২	১৪৮০৫২	৪১১৪৪	১৯৯০১৬	৩৮৮২১২	১১.৯৯	৩.৩৩	১৬.১২	৩১.৪৫

তথ্য সূত্র: কৃষি মন্ত্রণালয়ের ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রতিবেদন

টেবিল নং ৬: বরিশাল বিভাগে ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রধান প্রধান ফসলসমূহের বীজের কৃষিতাত্ত্বিক চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ

ক্রঃনং	বীজের নাম	আবাদের এরিয়া (হেক্টর)	বীজের কৃষিতাত্তিক চাহিদা (মে.টন)	বিএডিসি কর্তৃক সরবরাহকৃত বীজের পরিমাণ (মে.টন)	বিএডিসি কর্তৃক সরবরাহকৃত বীজের শতকরা হার (%)	জাতীয় পর্যায়ে বিএডিসি কর্তৃক সরবরাহকৃত বীজের শতকরা হার (%)
১	আমন ধান	৭১২৬৯০	১৮০০৯	১৪০৩	৭.৭৯	১২.৬২
২	বোরো ধান	১৮৯৬৭৩	৩৯৮৮	১২৬৪	৩১.৬৮	৪৯.১১
৩	আউশ ধান	২০৭২৪৪	৫১৮১	৪০৫	৭.৮২	১৩.৮৫
৪	গম	৭৬৩২	৭৪৫	২৬৫	৩৫.৫৪	৩৬.৪৩
৫	আলু	৯৪৮১	১৭০৬৫.৮	৫৩৪	৩.১৩	৪.৩০
৬	ডাল জাতীয়ফসল	২৭৫৪০৬	৬৮৮৫.১৫	৪৭০	৬.৮৩	৭.০৬
৭	তৈল জাতীয়ফসল	৬১৬৪০.৫	১৫৪১.০১২৫	১৩২	৮.৫৮	৭.০২

তথ্য সূত্র: কৃষি মন্ত্রণালয়, অতিরিক্ত পরিচালক, ডিএই এবং যুগ্মপরিচালক (বীবি), বিএডিসি, বরিশাল দপ্তরের ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২১-২২ অর্থবছরে প্রধান প্রধান ফসলসমূহের বীজের কৃষিতাত্ত্বিক চাহিদা, বিএডিসি কর্তৃক সরবরাহকৃত বীজের পরিমাণ ও সরবরাহের শতকরা হার ইত্যাদি বিষয়সমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, দানাশস্য জাতীয় ফসলের ক্ষেত্রে বরিশাল অঞ্চলে বিএডিসি কর্তৃক সরবরাহকৃত বীজের পরিমাণ জাতীয় পর্যায়ে বিএডিসি কর্তৃক সরবরাহকৃত বীজের প্রায় অর্ধেক। অন্যদিকে গম, আলু, ডাল ও তৈল জাতীয় ফসল এর বীজ সরবরাহের পরিমাণ জাতীয়পর্যায়ে বিএডিসি কর্তৃক সরবরাহকৃত বীজের প্রায় সমান। এটি সর্বজন বিদিত যে, কৃষির অন্যান্য উপকরণ ঠিক থাকলে কেবল গুণগতমানসম্পন্ন বীজ ব্যবহারে ফসলের ফলন ১৫-২০% বৃদ্ধি পেতে পারে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদন থেকে দেখা যায় যে, সারা দেশে গড়ে দানাশস্য জাতীয় ফসলে ৫৭.৭৫ %, আলু ফসলে ১৬.৩৮ % এবং ডাল ও তৈল জাতীয় ফসলে ১৩.৫ % গুণগতমানসম্পন্ন বীজ ব্যবহারের করা হয়ে থাকে। ফলে জাতীয়ভাবে, বিশেষ করে বরিশাল অঞ্চলে গুণগতমানসম্পন্ন বীজের ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে ফসলের ফলন বৃদ্ধির অনেক সুযোগ রয়েছে। সুযোগ রয়েছে কৃষি এবং কৃষকের প্রভূত উন্নতি সাধনের। বরিশাল অঞ্চলে কৃষির কিছু অন্তরায় আছে। বর্ষা মৌসুমে অধিক পানি অন্যদিকে শুকনা মৌসুমে পানির অভাব সবচেয়ে বড় সমস্যা। এ সমস্যা দূরীকরণে বিএডিসি, গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং ডিএই নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

বরিশাল বিভাগে, বিএডিসির সার ব্যবস্থাপনা এবং সেচ উইং কৃষির ২টি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ সার এবং সেচ কৃষকের নিকট পৌছে দেয়ার জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ বিষয়ে আলাদাভাবে বিশদ আলোচনার দাবি রাখে। বরিশাল অঞ্চলে আগামীর স্মার্ট কৃষির অগ্রযাত্রায় গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ, ডিএই এবং বিএডিসি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করবে ইনশাআল্লাহ। সুতরাং আগামীর কৃষি এবং কৃষকের উন্নয়নে তথা গুণগতমানসম্পন্ন বীজের উৎপাদন, সরবরাহ ও ব্যবহার বৃদ্ধিতে বিএডিসি হবে বরিশাল অঞ্চলের নিয়ামক শক্তি।

বিএডিসি'র সচিবের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর নবযোগদানকৃত সচিব (উপসচিব) ড. কে, এম, মামুন উজ্জামান বিএডিসি'র প্রশাসন উইংয়ের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। গত ২২ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে বিএডিসি'র সদর দপ্তর কৃষি ভবনস্থ সম্মেলন কক্ষে এ মতবিনিময় সভা করেন।

এ সময় বিএডিসি'র প্রশাসন উইংয়ের বিভাগীয় প্রধানগণসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। জনসংযোগ বিভাগের মাধ্যমে উপস্থাপিত বিএডিসি'র ডকুমেন্টরি ও পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে সচিবকে বিএডিসি'র প্রশাসন উইংয়ের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করা হয়।

বিএডিসি'র সচিব কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, সকল কর্মকর্তাকে দায়িত্বশীল আচরণ করতে হবে। কাজের মাধ্যমে নিজেদেরকে প্রমাণ করতে হবে। কথা ও কাজে মিল রেখে সরকার কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব যথাসময়ে সম্পাদন করতে হবে।

মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র সচিব ড. কে, এম, মামুন উজ্জামান

বিএডিসি'র বীজের আপদকালীন মজুদ ও তার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের আওতায় বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও সরবরাহ

ড. মোঃ মোজাফফর হোসেন, কর্মসূচি পরিচালক, বীজের আপৎকালীন মজুদ কর্মসূচি, বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকা

পটভূমি:

ভৌগোলিকভাবে বাংলাদেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ রিজিয়ন। প্রায় প্রতি বছরই দেশে আকস্মিক বন্যা, খরা, অসময়ে অতিবৃষ্টি, সাইক্লোন, শৈত্যপ্রবাহ এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রায় লেগেই থাকে। এছাড়াও রয়েছে দেশের সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় লবণাক্ততা সমস্যা ও শৈত্য প্রবাহের প্রাদুর্ভাব। হঠাৎ ঘটে যাওয়া অনাকাঙ্ক্ষিত এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ফসল মৌসুমে বিশেষ করে মৌসুমের শেষের দিকে বীজের পর্যাপ্ত মজুদ ও স্বাভাবিক সরবরাহ না থাকালে বীজের সংকট দেখা দেয়।

প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় ফসলহানীর ক্ষয়ক্ষতি পূরণের লক্ষ্যে বীজের সংকট মোকাবেলায় জুলাই ১৯৯৭ হতে ২০০১ পর্যন্ত ১ম পর্যায় ও জুলাই ২০০১ হতে জুন ২০০৫ পর্যন্ত ২য় মেয়াদে বীজের আপদকালীন মজুদ ও তার ব্যবস্থাপনা নামে প্রকল্পটি চালু করা হয়। প্রকল্পটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হওয়ায় ১ জানুয়ারি ২০০৪ হতে অব্যাহত কর্মসূচি হিসেবে সরকারের রাজস্ব বাজেটের আওতায় অন্তর্ভুক্ত হয়। পরবর্তীতে ২০১২-১৩ অর্থবছর হতে সরকারের রাজস্ব বাজেটের অর্থায়ন দিয়ে কর্মসূচিটি "কার্যক্রম" হিসেবে সাফল্যজনকভাবে পরিচালিত হচ্ছে।

কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :

* যেকোনো দৈবদুর্বিপাকের সময় বীজের স্বাভাবিক সরবরাহ নিশ্চিত করা;
* বীজের ন্যায্য ও প্রতিযোগিতামূলক স্থিতিশীল মূল্য নিশ্চিত করা;
* বীজের স্বাভাবিক সরবরাহ নিশ্চিত করে খাদ্য উৎপাদনের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা;
* সর্বোপরি দেশের খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে কার্যকর ভূমিকা পালন করা।

কার্যপ্রণালী :

দেশের ২৭টি জেলার ৫৫টি উপজেলায় সার্ভেকৃত ২৬৪১৮ একর কমান্ড এরিয়ায় ১০৫৫ টি স্কিমের ৫৮০২ জন চুক্তিবদ্ধ কৃষকের মাধ্যমে প্রতি অর্থবছরে জাতীয় সীড প্রমোশন কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত সম্ভাব্য লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রত্যায়িত শ্রেণির কেবলমাত্র মানসম্মত বীজ উৎপাদন করা হয়। কৃষকের নিকট থেকে সংগৃহীত ক্লিনিং, গ্রেডিং এবং ওজন শেষে সংশ্লিষ্ট বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রে পরবর্তী মৌসুমের জন্য আপদকালীন বীজ হিসেবে সংরক্ষণ ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী সম্পাদন করা হয়।

কার্যক্রমের সবল দিক:

* কার্যক্রমটি সফলভাবে বাস্তবায়ন হওয়ায় ইতোমধ্যে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।
* যে কোন অস্বাভাবিক ও অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি যেমন- আকস্মিক বন্যা, খরা, অতি বৃষ্টি, সাইক্লোন, শৈত্যপ্রবাহ ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে আশু ফসলহানী হলে আপদকালীন বীজ মজুদ থাকায় তাৎক্ষণিকভাবে চাষীদের বীজ সহায়তা দিয়ে বীজ ও চারার সংকট মোকাবেলা করা যায়। এতে ফসল উৎপাদন ব্যাহত হয় না।
* বীজের প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

সর্বোপরি এ বীজ মজুদ থাকায় যেকোন দুর্যোগ মোকাবেলায় আগাম প্রস্তুতি থাকে।

কার্যক্রমের দুর্বল দিক:

এ কর্মসূচিটির তেমন কোনো দুর্বল দিক নাই। তবে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঘনঘটা না থাকলে; যে উদ্দেশ্যে বাস্তবায়নের জন্য সরকারি সিদ্ধান্ত মোতাবেক মৌসুমের শেষ অবধি বীজ মজুদ বা ধরে রাখা হয়; এ অবস্থায় বীজ অবিক্রিত থাকার সমূহ সম্ভাবনা থেকে যায়।

প্রস্তাবনা ও মতামত:

জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রভাবে বাংলাদেশে বৃদ্ধি পেয়েছে নানা রকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ। তন্মধ্যে ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস, বন্যা ইত্যাদির মাত্রাবৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য। আগে ১৫ কিংবা ২০ বছর পরপর বড় ধরনের কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলেও বর্তমানে ২ থেকে ৩ বছর পরপরই বড় ধরনের দুর্যোগ হানা দিচ্ছে।

বাংলাদেশের ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থানের কারণে হিমালয়ের বরফগলা পানিসহ উজানের বৃষ্টিপাতজনিত সৃষ্ট বন্যায় প্রতি বছরই প্রায় ১৫ লক্ষ হেক্টর চাষের জমি বন্যা ও জলাবদ্ধতার কবলে পড়ে ব্যাপক ফসলহানী হয়ে থাকে। ইতোমধ্যে দেশে বন্যাপ্রবণ এলাকার পরিমাণ ১৮% বেড়েছে। এমাত্রা আরো দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্থলভাগে ঘূর্ণিবায়ু বা ঘূর্ণিঝড় বা টর্নেডোর আঘাত এখন প্রায় নৈমিত্তিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমুদ্রস্তরের উচ্চতাবৃদ্ধি এবং জলোচ্ছ্বাসে উপকূলে লবণাক্ততা বৃদ্ধিসহ লোনাপানি বেশি তাপ শোষণ করে পরিবেশ ও প্রতিবেশ গরম হয়ে উঠছে। এমনকি বিভিন্ন স্থানে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর হ্রাস পেয়ে মরুকরণসহ সুপেয় পানির অভাব দেখা যাচ্ছে। এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকারের অংশীজন হিসেবে কৃষি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী কৃষিবিদ/কৃষি বিজ্ঞানীদের নিরলস প্রচেষ্টায় আলাদা আলাদা ভাবে বন্যাসহিষ্ণু, তাপসহিষ্ণু, লবণাক্ততা সহিষ্ণু ও স্বল্প মেয়াদী নাবিজাত ইত্যাদি জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। এজন্য প্রয়োজন হবে আরও অধিক ও কার্যকরী গবেষণা এবং আর্থিক বরাদ্দ বাড়ানো সহ সংশ্লিষ্ট সকলের আত্মনিয়োগ।

বাংলাদেশে আয় ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অনন্য অবদানকারী হলো কৃষিক্ষেত্র। শস্য উৎপাদন গ্রামীণ আয়বৃদ্ধি করে এবং দরিদ্র মানুষের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে। অথচ কৃষিক্ষেত্রটি সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ খাত, কারণ এর উৎপাদনশীলতা পুরোপুরি আবহাওয়া ও জলবায়ু উপাদানের উপর নির্ভরশীল। কাজেই নিশ্চিত ভাবে বলা যায় যে, হঠাৎ ঘটে যাওয়া এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে আশু ফসলহানী হলে তা পুনরায় কাটিয়ে উঠতে "বিএডিসি'র বীজের আপদকালীন মজুদ ও তার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের আওতায় বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও সরবরাহ কার্যক্রমটি" সরকারের অভীষ্ট লক্ষ্যে অর্জনে তাৎক্ষণিক ও তাৎপর্যপূর্ণভাবে কার্যকর।

কাজেই সফলভাবে বাস্তবায়িত এ কর্মসূচি/কার্যক্রমটি ধারাবাহিকভাবে চালিয়ে নেওয়া যুক্তিসঙ্গতভাবে দায়িত্ব হবে সংশ্লিষ্ট সকলের ।

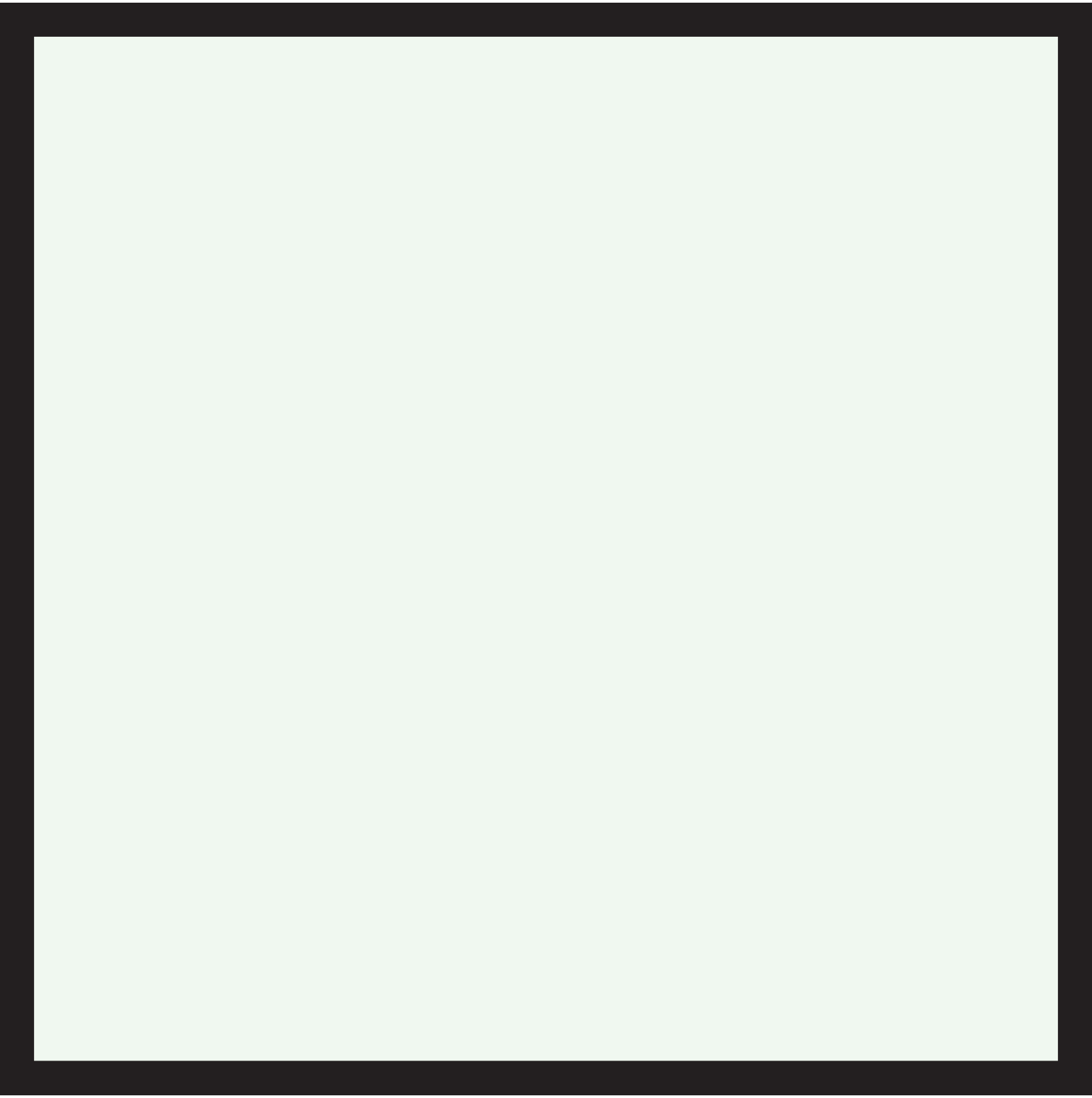

বিএডিসি'র স্প্রিংকলার ইরিগেশনে গোলাপ ফুল চাষ: ছত্রাক ও পোকামাকড় মুক্ত অধিক ফলন

মোহাম্মদ ওয়াহিদুল ইসলাম, নির্বাহী প্রকৌশলী, বিএডিসি, সেচ ভবন, ঢাকা

সাভারে গোলাপ গ্রাম খ্যাত বিরুলিয়া ইউনিয়নের শ্যামপুরে বিএডিসি'র গভীর নলকূপ স্কীমের একটি প্লটে বৃহত্তর ঢাকা জেলা সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প থেকে বিগত ২০২২-২৩ অর্থবছরে পরীক্ষামূলকভাবে স্প্রিংকলার সেচ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এতে দেখা যায়, পূর্বের তুলনায় গোলাপ ফুলের ফলন অনেক বেড়ে গেছে। ফুল ও গাছ হয়েছে পোকামাকড় ও ছত্রাক মুক্ত।

স্থানীয় কৃষক ও বিএডিসি'র স্কিম ম্যানেজার জনাব আসাদুল হাসান জানান, প্রতিদিন তারা বিকালে ফুল কাটিং করে এবং সকালে স্প্রিংকলারের মাধ্যমে সেচ প্রদান করে। এতে ফুল ও গাছের পাতায় জমে থাকা কুয়াশা, ধূলোবালি, পোকামাকড়ের ডিম, বাসা বা কোন ছত্রাক থাকলে তা সম্পূর্ণ ধুয়ে যায়। গাছ পোকামাকড় এবং ছত্রাক মুক্ত হওয়ায় এবার গোলাপের অধিক ফলন হয়েছে। অথচ আশেপাশের অনেক জমিতে অত্যধিক কুয়াশা, ছত্রাক ও পোকামাকড়ের জন্য ফুলের ফলন কম হয়েছে এবং কোন কোন জায়গায় বাগান নষ্ট হয়ে গেছে।

স্প্রিংকলার দিয়ে সেচ দেওয়ার ফলে ফুল, পাতা সবকিছুই থাকে রোগমুক্ত, পরিষ্কার এবং ঝকঝকে। কৃষক তার উৎপাদিত ফুলের দামও পাচ্ছেন বেশি। এ সেচ স্কিমের সুফল অনুযায়ী সারাদেশে বিএডিসি'র অন্যান্য এলাকায়ও গোলাপ ফুল চাষে স্প্রিংকলার সেচ ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে।

সাভারের বিরুলিয়ায় বৃহত্তর ঢাকা জেলা সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় গোলাপ চাষে স্প্রিংকলার সেচ কার্যক্রম

রাবার ড্যামে বদলে গেছে পাহাড়ি অঞ্চলের চিত্র

নেত্রকোনার সীমান্তে গণেশ্বরী নদীতে রাবার ড্যাম প্রকল্পে পাল্টে গেছে চিত্র। পাহাড়ি অঞ্চলের কৃষকরা যেমন বোরো চাষে সুফল পাচ্ছেন তেমনি পর্যটনখ্যাত লেঙ্গুরা সীমান্তের সৌন্দর্য বেড়েছে বহুগুণ। সীমান্তের প্রায় দুই হাজার কৃষকের বোরো আবাদে খরচ কমেছে প্রায় অর্ধেকেরও কম। অনাবাদি জমি চাষের আওতায় আসার পাশাপাশি জ্বালানি ব্যয় নেমেছে শূন্যের কোটায়। উৎপাদনে ব্যয় কম হওয়ায় ফসল বিক্রিতে অধিক লাভের আশা কৃষকদের।

অবশেষে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশনের (বিএডিসি) উদ্যোগে ২০১৯-২০২১ সালের মধ্যে প্রায় ১৬ কোটি টাকা ব্যয়ে রাবার ড্যাম নির্মাণের পর পাল্টে গেছে এ চিত্র। যা থেকে প্রতি সেকেন্ডে ২৮ লিটার অর্থাৎ এক কিউসেক পানি প্রবাহিত হয়। যার পুরোটাই কৃষকরা পায় বিনামূল্যে। তবে নিজেরা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ড্রেন কাটাসহ নানা কাজে অল্প পরিমাণ অর্থ নেয় একটি সমিতি।

নেত্রকোনা বিএডিসির নির্বাহী প্রকৌশলী সারোয়ার জাহান জানান, ২ হাজার হেক্টর জমি চাষের আওতায় আনতে এ ড্যাম করা হয়েছে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভূপরিস্থ পানি ধরে রাখতে ১০১ মিটার দৈর্ঘ্যরে এবং ৩ মিটার উচ্চতার এ ড্যাম। পানি গ্রাভিটি ফ্লো এর মাধ্যমে সরাসরি পাকা সেচনালা দিয়ে যাচ্ছে কৃষকের জমিতে। ৫টি স্লুইচগেট দ্বারা পানি নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এবার এ লেঙ্গুরাতেই ৮০০ হেক্টর জমিতে বোরো আবাদ হয়েছে।

প্রতি হেক্টরে ৫ মেট্রিক টন করে ফসল উৎপাদন হয়। হিসাব অনুযায়ী ৩ হাজার মেট্রিক টন খ্যাদ্যশস্য উৎপাদিত হচ্ছে। এতে করে অতিরিক্ত আড়াই কোটি টাকার ফসল উৎপাদন হয়। এ ছাড়া সবজি তো আছেই। তবে আরও ৫ কিলোমিটার সেচনালা নির্মাণ করলেই বাকি ১ হাজার ২০০ হেক্টরেও সেচ দেওয়া সম্ভব হবে। ড্যামে সেচ ছাড়াও শুকনো মৌসুমে প্রাকৃতিক উপায়ে পাওয়া পানি কাজে লাগাচ্ছেন স্থানীয়রা। নভেম্বর থেকে শুরু করে এপ্রিল পর্যন্ত চালু থাকা এ ড্যামে বৃষ্টি বা কোনো কারণে পানির প্রবাহ বেড়ে গেলে তখন সেটিকে ছেড়ে দেওয়া হয়। এদিকে ড্যামের জন্য ব্রিজ হওয়ায় এলাকার মানুষের যাতায়াত সুবিধারও উন্নতি ঘটেছে।

সংকলিত : দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন
তারিখ : ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

শোকবার্তা

গভীর শোক ও দুঃখের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, ভারপ্রাপ্ত সিনিয়র সহকারী পরিচালক (বীআমক), ইটাখোলা, হবিগঞ্জ জনাব ফারজানা সুলতানা গত ১৮ জানুয়ারি ২০২৪, রোজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর ল্যাবএইড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৩৩ বছর ৮ মাস। তিনি ২০১৮ সালের ১ জানুয়ারি বিএডিসি'তে সহকারী পরিচালক পদে যোগদান করেন। তার বাড়ি বগুড়ার সারিয়াকান্দির আন্দরবাড়ী গ্রামে। তার স্বামী জনাব মোঃ মাহবুব ইকবাল অত্র সংস্থার ইটাখোলা, হবিগঞ্জ দপ্তরে সিনিয়র সহকারী পরিচালক (খামার) হিসেবে কর্মরত। চাকরিকালে জনাব ফারজানা সুলতানা সক্রিয়ভাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি স্বামীসহ আত্মীয়-স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

তাঁর মৃত্যুতে বিএডিসি পরিবার গভীরভাবে শোকাহত। শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্য ও স্বজনদের প্রতি গভীর সহমর্মিতা ও সমবেদনা জ্ঞাপনপূর্বক আল্লাহর নিকট মরহুমের আত্মার শান্তি কামনা করছে।

আগামী দুই মাসের কৃষি

চৈত্র মাসে কৃষিতে করণীয়:

ধান: সময়মত যারা বোরো ধানের চারা রোপণ করেছেন তারা ইতোমধ্যেই ইউরিয়া সারের উপরিপ্রয়োগ শেষ করেছেন আশা করি। আর যারা শীতের কারণে দেরিতে চারা রোপন করেছেন তাদের জমিতে চারা রোপণের বয়স ৫০-৫৫ দিন হলে ইউরিয়া সারের শেষমাত্রা উপরিপ্রয়োগ করে ফেলুন। ধানের জমিতে পাতা মোড়ানো, মাজরা পোকাসহ অন্যান্য পোকা এবং রোগের আক্রমন দেখা দিতে পারে। এ ব্যাপারে সচেতন থাকুন, স্থানীয় বিশেষজ্ঞ বা অভিজ্ঞ চাষীর পরামর্শ নিন। নীচু এলাকার জন্য বোনো আউশ বা বোনা আমন বীজ এখনই বপন করতে হবে।

গম: পাকা গম কাটা না হয়ে থাকলে তাড়াতাড়ি কেটে মাড়াই, ঝাড়াই করে ভালভাবে শুকিয়ে নিন। লাগসই পদ্ধতি অবলম্বন করে বীজ সংরক্ষণ করুন।

ভুট্টা: পাকা ভুট্টা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এ মাসেও চলতে পারে। ভুট্টার গাছ মাঠ থেকে তুলে ভালভাবে শুকিয়ে উন্মুক্ত স্থানে সংরক্ষণ করুন। বন্যামুক্ত এলাকায় গ্রীষ্মকালীন ভুট্টার চাষ এখনই শুরু করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে হেক্টর প্রতি ২৫-৩০ কেজি বীজের প্রয়োজন হবে। হেক্টর প্রতি সারের প্রয়োজন হবে ইউরিয়া ৯০ কেজি, টিএসপি ৫৫ কেজি, এমওপি ৩০ কেজি, জিপসাম ৪০ কেজি, জিংক সালফেট ৪ কেজি। রবি ভুট্টার মতই গ্রীষ্মকালীন ভুট্টা আবাদ করতে হবে।

পাট: যারা পাট চাষ করবেন তাদের জমি এখনও প্রস্তুত না হয়ে থাকলে মৌসুমের প্রথম বৃষ্টিপাতের পরপরই আড়াআড়ি ৫-৬ টি চাষ ও মই দিয়ে জমি প্রস্তুত করে নিন। জমিতে ৩-৪ টন গোবর প্রয়োগ করতে পারলে রাসয়নিক সারের পরিমাণ কম লাগে। যদি গোবর বা অন্যান্য আবর্জনা সারের যোগান নিশ্চিত করা না যায় তাহলে হেক্টর প্রতি ১০০ কেজি ইউরিয়া, ৫০ কেজি টিএসপি, ৯০ কেজি এমওপি, ৪৫ কেজি জিপসাম ও ১০ কেজি জিংক সালফেট দিতে হবে। বীজ বপন করার আগে বীজ শোধন করা জরুরী। এক কেজি বীজে ৩.০ গ্রাম ভিটাভেক্স বা প্রোভেক্স বীজের সাথে মিশিয়ে শোধন করতে হবে। ছত্রাকনাশকের অভাবে বাটা রসুন (১৫০ গ্রাম) এক কেজি বীজের সাথে মিশিয়ে শুকিয়ে বপন করতে হবে। ছিটিয়ে বুনলে হেক্টর প্রতি ৮-১০ কেজি এবং সারিতে বুনলে ৫-৭ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়। চাষি ভাই একই জমিতে পাটের পর আমন চাষ করতে চাইলে তাড়াতাড়ি পাটের বীজ বপন করুন।

গ্রীষ্মকালীন শাকসবজী: এখনই গ্রীষ্মকালীন শাকসবজীর বীজ রোপন করতে চাইলে জমি তৈরি, মাদা তৈরিসহ প্রাথমিক সার প্রয়োগ এখনই করতে হবে। গ্রীষ্মকালীন শাকসবজীর আগাম নাবি জাত আছে। সুতারং প্রয়োজন মোতাবেক জাত নির্বাচন করতে হবে।

বৈশাখ মাসে কৃষিতে করণীয় : মাঠে বোরো ধানের এখন বাড়ন্ত পর্যায়। থোড় আসা শুরু হলে জমিতে পানির পরিমাণ দ্বিগুন বাড়াতে হবে। ধানের দানা শক্ত হলে জমি থেকে পানি বের করে দিতে হবে। এ সময়ে বোরো ধানে মাজরা পোকা, বাদামী ঘাস ফড়িং, সবুজ পাতা ফড়িং, গান্ধি পোকা, লেদা পোকা, শীষকাটা লেদা পোকা, ছাতরা পোকা, পাতা মোড়ানো পোকার আক্রমণ হতে পারে। তাছাড়া বাদামী দাগ রোগ, ব্লাস্ট রোগসহ অন্যান্য আক্রমণ যথাযথভাবে প্রতিহত করতে না পারলে অনেক লোকসান হয়ে যাবে। বালাইদমনে সমন্বিত কৌশল অবলম্বন করতে হবে। সার ব্যাবস্থাপনা, আন্তপরিচর্যা, আন্তফসল চাষ, মিশ্র চাষ, আলোর ফাঁদ, জৈবদমনসহ লাগসই প্রযুক্তি অবলম্বন করে ফসল রক্ষা করতে হবে। এরপরও যদি আক্রমণের তীব্রতা থেকে যায়, নিয়ন্ত্রণ করা না যায়, তাহলে অনুমোদিত মাত্রায় বালাইনাশক যথাসময়ে ফসলে প্রয়োগ করতে হবে। বোনা আউশ এবং বোনা আমনের জমিতে আগাছা পরিষ্কার, প্রয়োজনীয় সার প্রয়োগ, বালাই ব্যাবস্থাপনাসহ অন্যান্য পরিচর্যা যথাসময়ে নিশ্চিত করতে হবে।

পাট: বৈশাখ মাস তোষা পাটের বীজ বোনার উপযুক্ত সময়। ও-৪ বা ফাল্গুনী তোষা ভালজাত। দো-আঁশ বা বেলে দো-আঁশ মাটিতে তোষা পাট ভাল হয়। বীজ বপণের আগে বীজ শোধন করে নিতে হবে। আগে বোনা পাটের জমিতে আগাছা পরিষ্কার, ঘন চারা তুলে পাতলা করা, সেচ এসব কার্যক্রমও যথাযথভাবে করতে হবে। এ সময়ে পাটের জমিতে উড়চুঙ্গা ও চেলা পোকার আক্রমণ হতে পারে। সেচ দিয়ে কিংবা মাটির উপযোগী কীটনাশক দিয়ে উড়চুঙ্গা দমন করুন। চেলা পোকার আক্রান্ত গাছ তুলে ফেলে নিতে হবে এবং জমি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। পোকা ছাড়াও পাটের জমিতে কান্ড পঁচা, শিকর গিট, হলদে সবুজ পাতা এসব রোগ দেখা দিতে পারে। নিড়ানী আক্রান্ত গাছ বাছাই, বালাইনাশকের যৌক্তিক ব্যবহার করলে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

ডাল-তৈল: এ সময় খরিফ-২ এ বোনা মুগ ফসলে ফুল ফোটে। অতি খরায় ও তাপমাত্রায় ফুল ঝরে যায় বলে সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। বৈশাখের মধ্যেই বাদাম, সয়াবিনও ফেলন ফসল পরিপক্ক হয়ে যায়। পরিপক্ক ফসল মাঠে না রেখে দ্রুত সংগ্রহ করে ফেলুন। সংগৃহীত ফসল জাঁপ দিয়ে না রেখে মাড়াই করে খুব ভাল করে শুকিয়ে বায়ুবদ্ধ সংরক্ষণ করুণ।

গ্রীষ্মকালীন শাক সবজি : এখন থেকেই গ্রীষ্মকালীন শাকসবজি আবাদ শুরু করতে পারেন। শাক জাতীয় ফসল বুদ্ধি খাটিয়ে আবাদ করলে এক মৌসুমে একাধিকবার করা যায়। চিচিঙ্গা, ঝিঙ্গা, ধুন্দল, শসা, করল্লাসহ অন্যান্য সবজির জন্য মাদা তৈরি করতে হবে। ১ হাত দৈর্ঘ্য এবং ১ হাত চওড়া মাদা তৈরি করে মাদা প্রতি পরিমাণমত জৈব সার/গোবর, ১০০ গ্রাম টিএসপি, ১০০ গ্রাম এমওপি, ভালভাবে মাটির সাথে মিশিয়ে ৫/৭ দিন রেখে দিতে হবে। এরপর ২৪ ঘন্টা ভেজানো মানসম্মত সবজি বীজ মাদা প্রতি ৩/৫ টি রোপণ করতে হবে। আগে তৈরিকৃত চারা থাকলে ৩০/৩৫ দিনের সুস্থ সবল চারাও রোপণ করতে পারেন।

চিত্রে বিএডিসি'র কার্যক্রম

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সার গুদাম পরিদর্শন করছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি

বিএডিসি'র সাবেক সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) জনাব মোঃ আব্দুস সামাদ এর বিদায় সংবর্ধনা উপলক্ষ্যে ক্রেস্ট প্রদান করছেন সংস্থার চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি

বিএডিসি'র নবযোগদানকৃত সদস্য পরিচালক (অর্থ) জনাব মোঃ ওসমান ভুইয়াকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন সংস্থার চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি

চিত্রে বিএডিসি'র কার্যক্রম

ময়মনসিংহে বিএডিসি'র সার প্রকল্পের মাধ্যমে নির্মিত দ্বিতল অফিস ভবন উদ্বোধন করছেন কৃষিসচিব জনাব ওয়াহিদা আক্তার। এ সময় বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি সহ বিএডিসি'র ময়মনসিংহ অঞ্চলের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আশুগঞ্জ পলাশ এগ্রো ইরিগেশন প্রকল্পের আওতায় বিএডিসি'র সেচ কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি

বগুড়ায় সার গুদাম পরিদর্শন করছেন বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) জনাব মোঃ আশরাফুজ্জামান

বিএডিসি উচ্চ বিদ্যালয়ের ৪০তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার শুভ উদ্বোধন করছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এর পক্ষে জনসংযোগ কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে জনসংযোগ বিভাগ, ৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত।
ফোন : ২২৩৩৫৭৬৮৫, ইমেল : prdbadc@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.badc.gov.bd, এম. এ. প্রিন্টিং সলিউশন , ১১২/২ ফকিরাপুল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।